

রমাদান

তাকওয়ার পাঠশালা

বই :	রমাদান তাকওয়ার পাঠশালা
লেখক :	হুসাইন আল মাহমুদ
সম্পাদক :	মাহমুদ বিন নূর
প্রকাশনায় :	রাইয়ান প্রকাশন

রমাদান

তাকওয়ার পাঠশালা

প্রথম প্রকাশ

মার্চ : ২০২৩

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক

নহলী

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

১২০/- টাকা

RAMADAN TAKWAR PATHSHALA

Published by: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়্যাহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।



অর্পণ—

প্রিয় আশু, আব্বু ও নানু-কে,
যাদের স্নেহের পরশে আমার বেড়ে ওঠা
ও
প্রিয়তমা স্ত্রী-কে,
যার বচন ও কর্ম
আমায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়।

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা ও একমাত্র ইলাহ (উপাসনা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী)। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, যিনি মানব জাতির হেদায়েত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি, কুমিল্লা জেলা’র উদ্যোগে আয়োজিত হয় প্রিয় জন্মভূমি কুমিল্লাতে সাংবাদিকতার ওপর একমাস ব্যাপী সর্বপ্রথম প্রশিক্ষণ “ফাউন্ডেশন ট্রেইনিং অন্ড ইয়াং জার্নালিস্ট”। একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সর্বদিক যিনি ব্যবস্থাপনা করেছেন উক্ত সমিতির কুমিল্লা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ‘দৈনিক আমাদের কুমিল্লা’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শাহজাদা এমরান ভাইয়ের সাথে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন কোনো এক বিকেলে পত্রিকা অফিসে গিয়ে পত্রিকায় ধর্মীয় বিষয়ে লেখা-লেখির আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রিয় ভাই পরামর্শ দিলেন আসন্ন মাহে রমজানে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে একটি করে নিবন্ধ দিতে, যা ‘দৈনিক আমাদের কুমিল্লা’-র পাতায় প্রকাশিত হবে। ভাইয়ার এমন সদৃষ্টির মাধ্যমে আমার লেখা-লেখির রাজপথের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখার সুযোগ হয়। দোয়া করি আল্লাহ যেন ভাইয়ার সামাজিক কল্যাণমূলক সকল কর্মকান্ড কবুল করেন ও আরও সম্প্রসারণ করেন।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রতিটি নিবন্ধ তিনশত থেকে চারশত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হতো। মাহে রমজানের পর ঈদের ছুটির অবসরে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো সম্প্রসারণ করার ইচ্ছা জাগে। সেই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটাই আজ মহান আল্লাহ তায়ালার করুণা ও তাওফিকে ডালপালা মেলে একটি বৃক্ষ আকারে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। সেজদাবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমাকে তাঁর দ্বীনের একটি ক্ষুদ্র খেদমত করার তাওফিক দিয়েছেন (আলহামদুলিল্লাহ)।

যে কোনো ইবাদাত করার পূর্বে সে ইবাদাতের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। সে চাহিদাকে সামনে রেখে বক্ষ্যমান গ্রন্থে রমজানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা

হয়েছে। আশা করি রমজানের পূর্বে বইটি যথাযথভাবে পাঠের মাধ্যমে পাঠক রমজানের প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা ও দিন-কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন। যেহেতু লেখা-লেখির ভূবনে আমি একেবারেই নবীন সেহেতু ভুল-ত্রাস্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই পাঠকের সমীপে নিবেদন, কোনো তথ্য ভুল মনে হলে লেখক ও প্রকাশককে অবহিত করবেন এবং কোনো যোগ্য আলোমের নিকট বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার স্কুল, মাদরাসা ও মেডিকেল লাইফের সকল শিক্ষকগণের প্রতি যাদের পদতলে বসে পেয়েছি জ্ঞানের জগতে সফরের কিঞ্চিৎ পাথেয়। বইটি প্রকাশে বিভিন্ন স্তরে যাদের অনু পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়েছে তাদের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষত ‘মাসিক ধ্রুবতারা’-র সহযোগী সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাকিব ভাই, বন্ধুবর কবি ইয়াহইয়া ইউসুফ এবং ‘রাইয়ান প্রকাশনী’-র প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করছি যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বইটি আলোর মুখ দেখতে পেল।

মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি তিনি যেন বইটির লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক ও সকল পাঠকের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রদান করেন ও জীবনে চলার পথে আত্মিক উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন। (আমীন)

হুসাইন আল মাহমুদ

২৯/০১/২০২৩

সূচীপত্র

মুমিন জীবনে বসন্তের শুভাগমন	৮
মাহে রমজানের আগমনে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর আবেগপূর্ণ ভাষণ	১২
‘তাকওয়া’ অর্জন-ই রমজানের মূল শিক্ষা	১৪
কুরআন ও হাদিসে তাকওয়া অর্জনে উৎসাহ প্রদান	২২
তাকওয়া অর্জনের উপায়	২৭
‘রোজা’ উত্তম চরিত্রের পাঠশালা	৩৮
‘আখলাকে হাসানা’- র পরিচয়	৪০
‘আখলাকে হাসানা’- র গুরুত্ব	৪০
সচ্চরিত্রের মৌলিক গুণাবলী	৪২
‘আখলাকে হাসানা’- অর্জনের উপায়	৪৫
রোজা পরিত্যাগকারীর প্রতি প্রিয়নবীর সতর্ক বার্তা	৪৭
কুরআনের মাসে কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব	৫০
কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সহজ উপায় :	৫১
দৈনন্দিন তেলাওয়াতের ফজিলতপূর্ণ কতিপয় আয়াত ও সূরা :	৫২
কুরআন তেলাওয়াতের একাগ্রতায় অশ্রুপাত :	৫৪
কুরআন বুঝে পড়া :	৫৫
কুরআনের প্রতি আমাদের অবহেলার চিত্র	৫৭

মাহে রমজান মাগফিরাতের বার্তাবাহক	৫৯
তাওবা ও ইস্তিগফার—জীবনের নব-অধ্যায়	৬১
তাওবা ও ইস্তিগফারের সংজ্ঞা :	৬১
ইস্তিগফারের শব্দমালা	৬২
সাইয়েদুল ইস্তিগফার	৬৩
তাওবা ও ইস্তিগফারের ফজিলত	৬৩
তাওবা কবুল হওয়ার শর্তসমূহ	৬৬
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুমিনের আত্মপরিচয়	৬৮
সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত	৬৯
সালাতে উদাসীন ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ	৭১
সালাতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা রোধ ও মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়	৭২
মানবজীবনে তাহাজ্জুদ সালাতের প্রভাব	৭৩
তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হওয়ার উপায়	৭৪
আত্মিক শর্ত চারটি। যথা :	৭৫
মহিমাষিত লাইলাতুল কদর	৭৫
‘ইতিকাহ’ মাহে রমজানের এক অনন্য ইবাদাত	৭৮

মুমিন জীবনে বসন্তের শুভাগমন

সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপা

লক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ‘রমজানুল মোবারক’ উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ। প্রতিবছর এ- মাসের আগমনে মুমিন হৃদয় নেচে ওঠে এক স্বর্গীয় বসন্তের আমেজে। মন হয় মাতোয়ারা জান্নাতী খুশবুতে। ইমানী চেতনার ঢেউ ওঠে মুসলিম সমাজের পরতে পরতে। মুখরিত হয় ভূবন পবিত্র কুরআনের সুর লহরিতে।

শীত ঋতুতে যখন দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে আসে, তখন বাতাসের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কমতে থাকে। সে সময় পাতা ও গাছের সংযোগস্থলে এক প্রকার কোষ তৈরি হয়। যাকে বলা হয় “Abscission Cell” বা কর্তন কোষ। অল্প কিছু দিনের মধ্যে কোষগুলো সংখ্যায় ও আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পাতা ও শাখার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সরু অঞ্চল তৈরি করে। ফলে এক ঝাপটা বাতাসেই পাতাগুলো ঝরে পড়ে মাটিতে।

মাহে রমজানে মানবের চিরশত্রু শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং মুমিনগণ আল্লাহ’র আদেশ মোতাবেক দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার হতে বিরত থাকার মাধ্যমে সিয়াম পালন করে। রাতের বেলায় দীর্ঘ সময় “কিয়ামুল লাইল” তথা ইবাদাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করে। শয়তানের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা এবং সিয়ামের মাধ্যমে নিজ প্রবৃত্তি দমন করে রাখা, মুমিনের জীবনে চলমান গুনাহসমূহের সাথে তৈরি হয় অনুশোচনা সম্বলিত একটি মানসিক দূরত্ব। আর ইফতার ও কিয়ামুল লাইলে গুনাহগার বান্দার কোমল হৃদয়ের অনুতাপের দু’ফোটা অশ্রুর বিনিময়ে “গফফার” তথা “বার বার ক্ষমাকারী” দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। ফলে শীতের ঝরা পাতার ন্যায় গুনাহগুলো সব ঝরে যায়। আর মুমিন লাভ করে গুনাহমুক্ত আমলনামা এবং পরবর্তীতে তাকওয়া বা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপনের একটি উপযুক্ত মানসিকতা ও পরিবেশ।

বছরান্তে শীতের বিদায়ের পথ ধরে প্রকৃতির নতুন সাজ, নতুন রূপ ও সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। নব পত্রপল্লবে জেগে উঠে শীতের নিজীব প্রকৃতি। মৃতপ্রায় ডালপালাতে দেখা দেয় নতুন জীবন ও যৌবনের সজীবতা। গাছে গাছে পাখ-পাখালির বিমোহিত সুর। দখিনা-হাওয়ার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় দুলে উঠে মন। বসন্ত মানেই প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য ও প্রেমিক হৃদয়ের তাকওয়া।

মুমিনের জীবনে তেমনি এক বসন্ত নিয়ে আসে রহমত মাগফিরাত ও নাজাতের মাস—‘মাহে রমজান’। এ-মাসে মুমিনের মৃতপ্রায় তাকওয়ার বৃক্ষে দেখা দেয়, খোদাভীতির এক সতেজ প্রাণোচ্ছ্বাস। স্মিয়মান ইমানি চেতনায় আসে তাওহীদের সজীবতা। আশাহত হৃদয়ে জেগে ওঠে অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রাপ্তি। সাথে সাথে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জন্মাত লাভের সীমাহীন বাসনা। এ-মাসে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি লাভের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সহস্র গুনাহগার বান্দা পেয়ে যায় জীবনের সফলতা।

রোজাদারের জন্য সুসংবাদস্বরূপ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ
فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتْ
الشَّيَاطِينُ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—“যখন রমজান মাস আগমন করে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।”^১

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—“যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।”^২

১. সহীহ বুখারি , হাদিস- ১৮৯৯

২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৩৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَكُلُّوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

আবু হুরায়রাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত—

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—“মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, “কিন্তু সিয়াম আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।” সিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দ আছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা’আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।^১

রমজানের প্রতিটি দিন, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড মুমিনের জীবনে অমূল্য সম্পদ। মূল্যবান এ মাসের প্রতিটি ভগ্নাংশকে কাজে লাগাতে মানসিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। প্রাপ্তি ও অর্জনের মাধ্যম বানাতে সর্বদা সচেষ্টি থাকতে হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতিযোগিতায় নিজেকে অন্যের চেয়ে এগিয়ে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করতে হয়। আর এর কয়েকটি উত্তম পন্থা হলো :

- এই রমজানকেই জীবনের শেষ রমজান মনে করে রমজানের সকল ইবাদাত পূর্ণমাত্রায় আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা।
- নিষিদ্ধ সকল কাজ থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত থাকা।

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৯৭

- মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অবস্থা সম্পর্কে অধিক ফিকির করা।
- বিভিন্ন গুনাহের শাস্তি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসে নববী নিয়মিত পাঠ করা।

ইমাম গাযালী রহি. তাঁর ‘ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন—“খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম সদস্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. প্রতিরাতে বিশিষ্ট ফকীহগণকে সমবেত করতেন আর সকলে মিলে আলোচনা করতেন মৃত্যু, কিয়ামত ও পরকালের কথা। এরপর সকলে এমনভাবে কাঁদতেন—যেন তাদের সামনে কোনো প্রিয়জনের লাশ রাখা আছে।”

প্রিয় পাঠক! মাহে রমজানে তাক্বওয়া অর্জন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের এই প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী পথিকের জন্য কার্যকরী বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে মাসব্যাপী আমাদের ধারাবাহিক নিবন্ধ পাঠের আহ্বান করছি। কল্যাণের পথে সহযোগী হতে পারার প্রত্যাশায় মহান রবের অনুগ্রহ ও তাওফিক কামনা করছি এবং পাঠক, প্রকাশন ও সংশ্লিষ্ট সকলের ভাগ্যে মাহে রমজানের সকল ফজিলত প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি। (আমিন)

মাহে রমজানের আগমনে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর আবেগপূর্ণ ভাষণ

‘রমজানুল মোবারক’ মুমিনদের নিকট আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মেহমান। মেহমান যেমন মেজবানের জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন নিয়ে আসে, তেমনি এ-মাস আগমন করে রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভের ঘোষণাপত্র সাথে নিয়ে। এ-মাসের চাঁদ ওঠা থেকে শুরু করে, শাওয়ালের চাঁদ ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ’র অশেষ ও বিশেষ রহমতের চাঁদের মুমিন বান্দাদেরকে জড়িয়ে রাখে অদৃশ্য বায়ুমন্ডলের মতই। তাই, এ-মাসে সকল ইবাদাতে মুমিন লাভ করে উপমাহীন প্রশান্তি।

প্রতিটি জিনিসের একটি মৌসুম থাকে। যেমন আছে ভিন্ন ভিন্ন ফলের ভিন্ন ভিন্ন মৌসুম। তেমনি মাহে রমজান হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে ক্ষমা করার মৌসুম। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত দানের মৌসুম। মৌসুমের সময় সব কিছু সহজে ও কম দামে পাওয়া যায়। তেমনি এ মাসে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সহজে ক্ষমা লাভ করার সুযোগ বিদ্যমান। তাই এ মাসের আগমনে মুমিন হৃদয় ক্ষমা লাভের সীমাহীন ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে ওঠে।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন—“আমি রাসূল (সাঃ)-কে রজব ও শা’বান মাসে এত বেশি রোজা রাখতে দেখেছি যে, রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাঁকে এত রোজা রাখতে দেখিনি।” সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য যিনি রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে এসেছেন তিনিই রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে রজব মাস থেকেই রোজা ও অন্যান্য নফল ইবাদাত বৃদ্ধি করে দিতেন। স্বাভাবিকভাবে তাহাজ্জুদে অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে প্রিয় নবীর পা মোবারক ফুলে যেত। তাহলে রমজানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদাত কেমন হতো, একটু ভাবুন!

মাহে রমজানের একটি মুহূর্ত যেন অবহেলায় নষ্ট হয়ে না যায় এবং রমজানের ফজিলত সম্পর্কে সাহাবাদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে শা’বান মাসের শেষ দিন মাহে রমজান আগমনের প্রাক্কালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আবেগপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন—তা হতেই রমজানের মাহাত্ম বুঝা সহজ হয়। সে হাদিসখানার হুবহু অনুবাদ তুলে ধরছি, যাতে পাঠক-হৃদয়ে প্রিয় নবীর সম্মুখে বসে নসিহত শুন্যর অনুভূতি তৈরি হয়।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফার্সি (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শা’বানের শেষ তারিখে জমায়েত করে বললেন,

“হে লোক সকল! তোমাদের কাছে এক মহান মাস এসেছে, যা বরকতময়। এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে সেরা। আল্লাহ তায়ালার এ মাসে রোজা

রাখা ফরজ করেছেন আর রাতে (তারাবিহতে) দাঁড়ানোকে সাওয়াবের কারণ বানিয়েছেন। যে লোক এ মাসে আল্লাহকে কাছে পেতে কোনো নফল ইবাদাত করলো, তা অন্য মাসে ফরজ আমলের সমান। আর যে এ মাসে একটি ফরজ আমল করলো, তা অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আমলের সমান।

এটি ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের বিনিময় জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিজিক বাড়ানো হয়। যে ব্যক্তি রমজানে কাউকে ইফতার করাবে, তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং রোজাদারের সমান সাওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু রোজাদারের সাওয়াবে কোনো ধরনের হ্রাস করা হবে না। সাহাবায়ে কেবাম বললেন, হে আল্লাহ'র রাসূল! আমরা সবাই তো ইফতারি করাতে সক্ষম নই। রাসূল (সাঃ) বললেন, একটি খেজুর বা এক ঢোক পানি খাওয়ানোর মাধ্যমেও এ সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে।

প্রিয় পাঠক! প্রিয় নবী (সাঃ) মাহে রমজানের আগমনের পূর্ব দিন সাহাবাদেরকে এ মাসের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই এটি হবে যে, এ মাসের একটি মুহূর্ত যেন অবহেলায় না কাটে। সুতরাং, এই মাসের চাঁদ উদয় হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এ মাসের প্রতিটি ভগ্নাংশ, দিন, রাত, ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ড আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে ব্যয় হয়। কোনোভাবেই যেন বরকতময় এ মাসের একটি ক্ষুদ্র অংশও অবহেলায় হারিয়ে না যায়। ক্ষমা লাভের অব্যাহত সুযোগ পেয়েও দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা লাভ করা হতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

আল্লাহ তায়াল্লা তো এমন ক্ষমাশীল, যিনি অশ্রুসজল নয়নে অনুতাপ ও অনুশোচনার কোমল হৃদয় নিয়ে একটি ডাকের বিনিময়ে চরম অবাধ্য বান্দাকেও ক্ষমা করে দেন এবং ক্ষমার ঘোষণা ছড়িয়ে দেন আসমান ও জমিনের সর্বত্র। মরুভূমির পথিকের মরু পাড়ি দেয়ার একমাত্র সম্বল উটটি হারিয়ে যাওয়ায় ও নির্জন মরুতে জীবন সমাপ্তির দুশ্চিন্তায় নিরাশা ও হতাশায় বিভোর পথিক যেমন আকস্মাৎ উটের প্রত্যাবর্তনে সীমাহীন খুশিতে নেচে ওঠে, তেমনি বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসার দ্বারা আল্লাহ তায়াল্লা তার চেয়ে অধিক খুশি হন। এমন করুণাময়ের নিকট থেকে মাহিমায়িত এ মাসে ক্ষমা লাভ করতে না পারা হবে আমাদের জন্য জীবনের চরম ব্যর্থতা।

আল্লাহ তায়াল্লা আমাদেরকে পবিত্র রমজানে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের মত অতীব যত্নের সাথে একনিষ্ঠতার সহিত অধিক পরিমাণে ইবাদাত করার সুযোগ ও শক্তি দান করুন। তার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে অটল ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য প্রদান করুন। মাহে রমাজানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা সংযম বা তাকওয়ার সর্বোচ্চ শিখড়ে পৌছার তাওফিক দান করুন! (আমিন)

‘তাক্বওয়া’ অর্জন-ই রমজানের মূল শিক্ষা

রমজানুল মোবারক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য একটি ‘অ্যানাউল ওয়ার্কশপ’ বা বাৎসরিক কর্মশালা। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য। তিনি বলেন, “আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য।”^১ ইবাদাত কেবল সালাত, সাওম, ওয়াজ, মাহফিল প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা উৎযাপনের মধ্যে সীমিত নয়। ইবাদাত হলো জীবনের ক্ষুদ্র থেকে নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহর আদেশ ও রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা।

আমাদের জীবনে কোন প্রিয় মানুষের আগমন ঘটলে আমাদের প্রাত্যহিক সকল কর্মকান্ডের ব্যস্ততার মধ্যেও হৃদয়ের একটি কোণে সেই প্রিয় মানুষটির সাথে কাটাণো সময়ের আবেশ ছড়িয়ে থাকে এবং আমাদের মানসিকতা তাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে শতবার তাকে ‘নক’ করা হয়। রব ও বান্দার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্পর্ক সর্বদা বিরাজমান থাকাই হচ্ছে ইবাদাতের মূলকথা।

কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যখন ঘনঘন আসা যাওয়া হয়, তখন সম্পর্কের মাঝে একটি উষ্ণতা তৈরি হয়। আবার যখন দীর্ঘদিন যোগাযোগের স্বল্পতা বা বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তখন সে উষ্ণতা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসে। তেমনি বান্দা যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, তাহাজ্জুদ, দোয়া-মুনাজাত ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে, তখন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু বান্দা দুনিয়ার কাজে এত ব্যস্ত হয়ে যাবে যে, সে ইবাদাত বিমুখ হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা ম্লান হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জ্ঞাত আছেন।

তাই তিনি মাহে রমজান দিয়েছেন যাতে এ মাসে বান্দা তার তাক্বওয়া অর্জন ও অনুশীলনের মাত্রা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মহান রবের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার মধ্যে যে গাফলতির জন্ম হয়েছে ও ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তার সংশোধনী করে নিতে পারে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের গভীরতায় আবার উষ্ণতা ফিরে আসে পূর্বের চেয়ে বহুগুণ

১. সূরা যারিয়াত-৫৬

বৃদ্ধি হয়ে। মাহে রমজানে রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

অর্থ : “হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।” (সূরা বাকারা-১৮৩)

কুরআনুল কারীম থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মাহে রমজানের মূল উদ্দেশ্য ও প্রকৃত শিক্ষা হলো—বান্দার দিলে তাকওয়ার বৃক্ষে সজীবতা আনয়ন করা, বান্দার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ‘তাকওয়া’ অনুশীলনের মানসিকতা তৈরি করা এবং আল্লাহকে কাছে পাওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নব উদ্যোগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ‘তাকওয়া’ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথমত তাকওয়ার পরিচয় ও অর্জনের উপায় ও তাকওয়া পরিপন্থি কাজকর্ম সম্পর্কে জানা অত্যাৱশ্যিক। তাই এখন আমরা তাকওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করব। ইন শা আল্লাহ

(ক) তাকওয়ার পরিচয় :

তাকওয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বহু অর্থবোধক একটি পরিভাষা। তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ—ভয় করা, বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, অকল্যাণ থেকে নিজেকে দূরে রাখা। পবিত্র কুরআনে শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা:

(১) ভয়-ভীতি অর্থে : যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

অর্থ : “তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।”^১

(২) আনুগত্য ও ইবাদাত অর্থে : যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

১. সূরা বাকারা : ২৮১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ

অর্থ : “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত।”^১

বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবী ইবনু মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এটা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও অবাধ্যতা না করা, আল্লাহর যিকির করা ও তাঁকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া।”^২

(৩) পাপ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা অর্থে : যেমন আল্লাহ তায়লা বলেন,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থ : “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে মুক্ত থাকে তারাই সফলকাম।”^৩

প্রসিদ্ধ মুফাসসির গণের মতে, এ আয়াতে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য এবং আল্লাহর ভয় উল্লেখ করার পর পৃথকভাবে তাকওয়ায়র কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্তরকে পাপমুক্ত করা।

তাকওয়া একটি ব্যাপকার্থবোধক পারিভাষিক শব্দ। মুসলিম মনীষীগণ এর পারিভাষিক পরিচয় দিয়েছেন নিম্নরূপভাবে,

- বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, “তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা আর তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা।”
- আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. বলেন, “তাকওয়া একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ, যা (আল্লাহর) আনুগত্যে কর্ম সম্পাদন ও অপছন্দনীয় বিষয় পরিহার করাকে বুঝায়।”^৪

১. সূরা আলে ইমরান : ১০২

২. তাফসিরে তবারী, ৩য় খন্ড

৩. সূরা নূর : ৫২

৪. তাফসিরে ইবনে কাছীর, ১ম খন্ড

- আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী রহ. বলেন, “তাকওয়া হলো নিজেকে পরকালীন জীবনের জন্য ক্ষতিকর জিনিস হতে রক্ষা করা”।^১
- আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, তাকওয়া হলো আল্লাহর আযাবের ভয়ে যাবতীয় নিষেধ পরিহার করে চলা এবং তাঁহার সম্ভবিত্যর আশায় যাবতীয় আদেশ মানিয়া চলা।^২

একবার খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন,

“হে ওমর! পাহাড়ের দু'ধারে কাঁটা বন মাঝখানে সরুপথ। এমতাবস্থায় কিভাবে চলতে হবে? ওমর (রাঃ) বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সাবধানে পথ চলতে হবে। কা'ব (রাঃ) বলেন, ইহাই তাকওয়া।”

দুনিয়ার উপমা একটি কাঁটা বনের মত। এখানে শিরক, কুফর, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচারের বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে আছে। মুমিন অতি সাবধানে এই কাঁটা বন পাড়ি দিতে হবে।

(খ) তাকওয়ার স্তর :

প্রখ্যাত মুফাছির আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন আলবায়যাবী (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে বায়যাবী’ তে তাকওয়ার তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

(১) প্রথম স্তর হলো, আল্লাহর ওপর ইমান আনয়ন করে শিরক থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে চিরকালীন আযাব হতে নিজেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى -

অর্থ : “(আল্লাহ তায়ালা) তাদের জন্য তাকওয়ার কালিমা আবশ্যকীয় করেছেন।”^৩

১. তাফসীরে বায়যাবী, ১ম খন্ড

২. রিয়াযুছ-ছালিহীন, ১ম খন্ড

৩. সুরা ফাতহ : ২৬

এখানে “তাকওয়ায় কালিমা” দ্বারা তাওহীদ উদ্দেশ্য। আর তাওহীদ হলো আল্লাহর স্বত্ত্বা ও সকল গুণাবলীর একত্বের ওপর ইমান আনা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

(২) দ্বিতীয় স্তর হলো, সকল প্রকার গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং যে সকল কাজ গুনাহের দিকে ধাবিত করে তা থেকে বেঁচে থাকা, চাই তা করণীয় হোক বা বর্জনীয়; বড় হোক কিংবা ছোট। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া দ্বারা এ স্তরের তাকওয়াই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

অর্থ : “যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীগণ ইমান আনয়ন করত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমিনের সকল কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম।”^১

(৩) তৃতীয় স্তর হলো, এমন সব জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যা অন্তরকে সত্য হতে বিমুখ করে দেয় এবং পূর্ণমাত্রায় আল্লাহর দিকে নিবেদিত হওয়া। এটাই হলো তাকওয়ায় চূড়ান্ত স্তর বা আসল তাকওয়া। এই প্রকার তাকওয়া হাসিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ

অর্থ : “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত।”^২

(গ) তাকওয়ায় গুরুত্ব ও ফজিলত :

তাকওয়া-ই মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার। তাকওয়া ও পরকালীন জবাবদিহীতার ভয় না থাকলে সকল প্রকার পাপাচার সহজ ও লোভনীয় মনে হবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে প্রায় ২৭ স্থানে তাকওয়া অর্জনকারী তথা মুত্তাকীদের সম্পর্কে সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বারো মাসের মধ্যে গোটা একটি মাসই তাকওয়া হাসিলের জন্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে

১. সূরা আ'রাফ : ৯৬

২. সূরা আলে ইমরান : ১০২

তাকওয়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা সুস্পষ্ট। এখানে কতিপয় গুরুত্ব ও ফজিলত তুলে ধরা হলো :

১. মুত্তাকীগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা :

আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা লাভ করাই মুমিন জীবনের সকল সাধনার মূল লক্ষ্য। আর আল্লাহ তায়ালার তাকওয়া অর্জনকারীদের ভালোবাসেন মর্মে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।^১

মহান আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে থাকার ঘোষণা দিয়ে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।”^২

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভের সুসংবাদ :

মুত্তাকীগণ তাদের ইবাদাত ও পার্থিব কর্মকান্ডে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে থাকে। কাজ-কর্মে আল্লাহর সাহায্য লাভের অর্থ হলো—সে কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শিখানো পদ্ধতির অনুকরণে হওয়া। ফলে, মুত্তাকীদের নিছক দুনিয়াবী কাজ-কর্মও ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তায়ালার বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

অর্থ : “যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন।”^৩

৩. প্রশস্ত রিযিক লাভ ও ইচ্ছা পূরণের নিশ্চয়তা :

যারা আল্লাহর ভয়ে হারাম গ্রহণ ও ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে, তিনি তাদেরকে ধারণাতীত উপায়ে রিজিক দান করেন এবং তাদের সকল ভালো চাহিদাগুলো পূরণ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

১. সূরা তাওবা : ০৪

২. সূরা নাহল : ১২৮

৩. সূরা ত্বালাক : ০৪

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب-

ومن يتوكل على الله فهو حسبه, ان الله بالغ امره-

অর্থ : “যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাঁর উদ্ধারের পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই।”^১

৪. গুনাহ মাফের সুসংবাদ :

আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকীদের গোনাহ মাফের সুসংবাদ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.

অর্থ : “যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট পুরস্কার দান করেন।”^২

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ : “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।”^৩

৫. পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ :

মানবজীবন একটা পরীক্ষা মাত্র। ফলাফল ঘোষণা হবে মহাবিচার দিবসে। ফলাফলের স্তর রয়েছে মাত্র দুটি। কৃতজ্ঞ, অনুগত ও কৃতকার্য বান্দাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামতের চিরস্থায়ী আবাসস্থল ‘জান্নাত’। আর অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও অকৃতকার্যদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রনাদায়ক মহাশাস্তির চিরস্থায়ী আবাসস্থল ‘জাহান্নাম’। পরকালে জান্নাত লাভের অধিকারী হবে মুত্তাকী বান্দাগণ, এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ - فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

অর্থ : “যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে (পরকালে) তারা থাকবে শ্রোতস্থিনী বিধৌত জান্নাতে, সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সশ্রাটের সান্নিধ্যে।”^৪

১. সূরা ত্বালাক : ২-৩

২. সূরা ত্বালাক : ০৫

৩. সূরা আনফাল : ৬৯

৪. সূরা ক্বামার : ৫৪-৫৫

প্রিয় পাঠক! রমজানে দিনের উপবাস, রাতের তারাবিহ ও দান সদকার সফলতা তখনই আসবে যখন আমাদের অন্তরে খোদাভীতি ও পরকালীন জবাবদিহীতার ভয় তৈরি হবে। তাই তাকওয়ায়র অনুশীলন আজ এই মুহূর্ত হতেই শুরু করার সংকল্প করা জরুরি। নিজের মধ্যে তাকওয়ায়র আনয়নের প্রথম ধাপ হলো ধ্যান করা। এর পদ্ধতি হলো নিরব স্থানে একাকিত্বের সাথে কুরআনের কতিপয় আয়াতের (সূরা আলো ইমরান : ২৬-২৭, সূরা ইয়াছিন : ৬০-৬৫, সূরা হুজুরাত : ১৮, সূরা তাগাবুন : ১৫, সূরা হুদ : ৬,) অর্থের দিকে খেয়াল করে নিজের অতীত কর্মনামা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হলে কেমন অবস্থা হবে—সে সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকা এবং যে কর্মসমূহের কারণে আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, তা পরিহার করার অঙ্গিকার করা। পরিত্যাগ্য কর্মসমূহের একটি তালিকা করে পুরো মাস সেগুলো থেকে দূরে থাকা। তাহলেই নিজের মধ্যে তাকওয়ায়র ফয়দা হবে। কুরআনের উক্ত আয়াতগুলো সর্বদা চোখে পরার মত স্থানে রাখুন, তাহলে অন্যায় কাজের সময় মস্তিষ্ক আপনাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে। (তাকওয়ায়র অর্জনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ)। আল্লাহ আমাদের জন্য তাকওয়ায়র অর্জন করা সহজ করুন। (আমিন)